KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	৩৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ([illegible] নং ২) Place of Publication : কলিকাতা-১২
Collection : KLMLGK	Publisher : বীরেন্দ্র নাথ মিত্র
Title : অনুভব (ANUBHAV)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1/1 1/3 1/4 1/8 1/11 2/7	Year of Publication : July 1974 Sep 1974 Oct - Nov 1974 Feb - March 1975 July 1975 / Jan 1976
	Condition : Brittle Good
Editor	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

জয়ন্তকুমার সম্পাদিত

অনুভব

কবিতার মাসিক

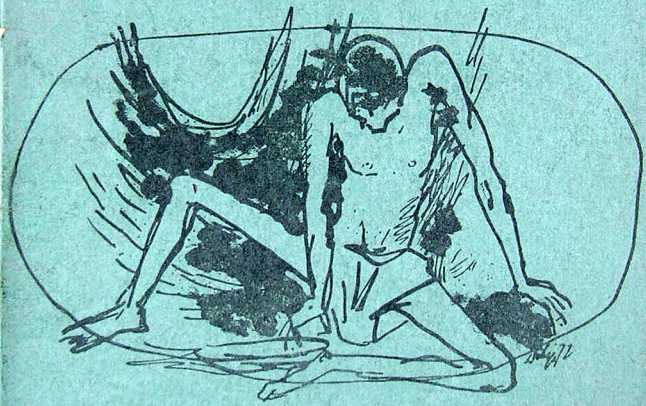

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনুভব

নবপর্যায় ।। বর্ষ ১ সংখ্যা ১১ ।।
জুলাই ১৯৭৫

গজানন মাধব মুক্তিবোধ

হিন্দী কবিতার ক্ষেত্রে গজানন মাধব মুক্তিবোধ একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন কেটেছে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে। কখনো করেছেন স্কুলের শিক্ষকতা, কখনো সরকারী কিংবা বেসরকারী চাকুরী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের সাদৃশ্য বিস্তর। তাঁর বাবার ছিল বদলির চাকুরী। সেজন্যে মুক্তিবোধকেও নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে বাল্যে ও কৈশোরে। শেষ-জীবনে তিনি মার্কসবাদী কবি-হিসেবে অনেক নিন্দা, প্রশংসা পেয়েছেন। অবশ্য প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই পেয়েছেন বেশি। ফলে, জীবিতকালে তাঁর কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশক বিশেষ জোটেনি। অথচ, তাঁর বিরোধীরাও ছিলেন তাঁর শক্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন গোয়ালিয়রের কাছাকাছি একটি গ্রামে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ‘চাঁদ কা মুঁহ টেঢ়া হ্যায়’ বেরিয়েছে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন থেকে। ‘এক সাহিত্যিক কি ডায়েরী’ এক অবিস্মরনীয় ব্যক্তিগত রচনার সঙ্কলন। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে ৯৬৪ সালের ১১ নভেম্বর তিনি মারা যান। আমরা তাঁর কয়েকটি কবিতা ও একটি প্রবন্ধের অনবাদ ছাপলুম অনুভবের এ সংখ্যায়। অনুভবের পাঠক-পাঠিকারা, এই রচনাগুলি পড়ে, তাঁর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন আশা করি।

আমি ও আমার কবিতা | *গজানন মাধব মুক্তিবোধ*

মালওয়ার বিস্তীর্ণ মাঠগুলিতে, যে মাঠে গাছগাছালির নানা রকম ছায়া আর সন্ধ্যা ঘুরে বেড়ায়, তাই ছিল আমার কিশোর বয়সের কবিতার প্রেরণা। উজ্জয়িনী শহর-প্রান্তের নিসর্গ-প্রকৃতির প্রতি আমার কল্পনার রঙিন আবেগ ছিল প্রাথমিক, কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিক।

তারপর ইন্দোরে এসে বুঝতে পারলুম, সৌন্দর্যই আমার কাব্যের বিষয় হতে পারে। এর আগে উজ্জয়িনীতে স্বগত রমাশঙ্কর গুরু স্কুলের কবিতা—যা ছিল মাখনলাল স্কুলের শাখা—আমাকে প্রভাবিত করেছিল, যার বিশেষত্ব ছিল, কথাকে সোজাসুজি না বলে লক্ষ্যাভিমুখী করার দিকে। তাতে বিতর্ক সৃষ্টি হত। পরিণামে মনে হত, কবিতার ব্যঞ্জনা বড় বিভ্রান্তিকর। কবিতার বিষয় ছিল মূলত বিরহপূর্ণ করুনা আর জীবন-দর্শন। বন্ধুরা বলেন, আমার ওপর থেকে সেই প্রভাব এখনো যায়নি। ইন্দোরে বন্ধুদের সহযোগিতায় আর সাহায্যে আমি আমার নিজস্ব ক্ষেত্রে ঢুকে পড়লুম। পুরোনো জটিলতা আর বিমূর্ততা ছেড়ে নতুন সৌন্দর্যক্ষেত্রে জেগে উঠলুম আমি। এই আমার প্রথম আত্মচেতনার জাগরণ।

সেটা ছিল একটা মানসিক দ্বন্দ্বের সময়। একদিকে হিন্দীর নতুন সৌন্দর্যের কবিতা, অন্যদিকে আমার শিশুমনে মারাঠী সাহিত্যের মানবতাবাদী উপন্যাসের সুকুমার অতচ তীব্র প্রভাব। সময়ের প্রভাব আর বয়সের চাহিদা, যাই বলুন আমি দুয়ের মধ্যে হিন্দীর সৌন্দর্য-জগৎকেই বেছে নিলুম। কিন্তু মনের ইচ্ছা পিছনে রয়ে গেল, যেমন নিজের আত্মীয় পথে থেকে গেলেও সঙ্গে চলতে থাকে।

আমার শিশুমনের প্রথম সৌন্দর্য-ক্ষুধা আর বিশ্ব-মানবের সুখ-দুঃখের প্রতি আকর্ষণ—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব ছিল আমার সাহিত্য-জীবনের প্রথম সমস্যা। এর স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক সমাধান আমি কারো কাছ থেকে পাইনি। ফলে, বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্বের কারণে আমার বিভিন্ন কাব্য-বিষয় রচিত। জীবনের একটা দিককে নিয়ে আমি কোনো সর্বাশ্রয়ী দর্শনের মিনার দাঁড় করতে পারলুম না।

জিজ্ঞাসার বিস্তারের জন্য কথার দিকে আমার ঝোঁক বেড়ে গেল। এই দ্বন্দ্ব আমার মনে আগেই ছিল। গল্প লেখা আরম্ভ করতেই বুঝতে পারলুম, কবিতা আমার যত কাছাকাছি, গল্প ততটা নয়। গল্প আমি কম লিখলুম, এখনো কম লিখি। ফলে, কবিতাকে আমি আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাছে রাখতে লাগলুম। কী তার স্পন্দন! কবিতাকে ব্যাপক করার জন্য নিজের জীবন-সীমার সঙ্গে কবিতার সীমাকে মিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা দুনিবার হয়ে উঠল। আমার কাব্যের প্রবাহ গেল পালটে।

অন্যদিকে জীবন আর জগতের প্রতি এক প্রকার দার্শনিক দৃষ্টি—নিজস্ব দ্বন্দ্ব—এবং এসবের সমাধানের জন্য আর এক অনুভবসিদ্ধ তত্ত্বপ্রণালী বা জীবনদর্শনকে আত্মসাৎ করার তৃষ্ণা জাগল। পরে আমার কাব্যের গতি যে স্থির লক্ষ্যাভিমুখী

হল, তার প্রধান কারণ এই প্রবৃত্তি। ১৯৩৫ সালে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম, ১৯৩৬-৩৮ সালে কবিতার পেছনে পেছনে চলল গল্প। ১৯৩৮ থেকে ৪ —এই পাঁচ বছর ছিল মানসিক সঙ্ঘর্ষ আর বার্গসনীয় ব্যক্তিবাদের সময়। আন্তরিক বিনষ্ট শান্তি আর শারীরিক ধ্বংসের এই সময় আমার ব্যক্তিবাদ কবচের মত কাজ করেছিল। বার্গর্স-র জীবন-শক্তির (Elan-Vital) প্রতি আমার আস্থা বেড়ে গেল। পরিণামে, কাব্য আর গল্পে নতুন রূপ পেলেও তাদের গতি উর্ধমুখী ছিল না, নিজেই নিজের চারপাশে ঘুরছিলুম।

১৯৪০ সালের শুরু ও শেষের দিকে এমন একটা বিরোধী শক্তির মুখোমুখি হলুম আমি, যার প্রতিকূল আলোচনা থেকে আমার অনেক কিছু শিক্ষনীয় ছিল। সুজালপুরের অর্ধ-নাগরিক রম্য একটি পরিবেশ আমারও পরিবেশ—মা আমার আন্তরিক বস্তুর—জন্ম দেয়। এখানে আমি প্রায় এক বছরে পাঁচ বছরের পুরোনো গাছের শেকড় বের করার কাজে সফল-অসফল চেষ্টা করেছি। এই উদ্যোগের প্রেরণা, বিবেক আর শান্তি, আমি এমন জায়গা থেকে পেলুম, যাকে মনে করতুম বিরোধী শক্তি।

ক্রমশ আমার ঝোঁক গেল মার্কসবাদের দিকে। আমি পেলুম, অধিক বৈজ্ঞানিক, অধিক মূর্ত আর অধিক তেজস্বী দৃষ্টিভঙ্গি। সুজালপুরে পেলুম কথাতত্ত্ব বিষয়ে আত্মবিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, নিজের কবিতার অস্পষ্টতার ওপরে দৃষ্টি গেল। তৃতীয়ত, নতুন বিকাশ পথকে আবিষ্কার করলুম।

স্বীকার করতে সংকোচ নেই, আমার বিকাশের প্রতিটি স্তরে ছিল দারুণ অসন্তোষ এবং এখনো তা আছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব আমার ব্যক্তিত্বে বদ্ধমূল। এটা আমি উপলব্ধি করি, যখন যে-স্তরেই থাকি না কেন, সেটা নিজেই অপূর্ণ আর তার সঠিক প্রকাশ হয় না। ফলে প্রচ্ছন্ন একটা অশান্তি মনের ভেতর বাসা বেঁধে থাকে।

লেখা প্রসঙ্গে

আমি শিল্পী, 'স্থানান্তরগামী প্রবৃত্তি'র (Migration instinct) ওপর খুব জোর দিতুম। আজকের বিবদমান, সমস্যাপূর্ণ, নানা রঙের জীবনকে দেখতে হবে। কেননা, নিজের ব্যক্তিগত ভূমি থেকে একবার বাইরে উড়ে যেতেই হবে। না হলে, জীবন সমুদ্রের পরিসীমা, তার উপকূল ভূমি, দৃষ্টি থেকে দূরে দূরেই থাকবে। ব্যক্তি রয়েছে শিল্পের কেন্দ্রে, কিন্তু সেই কেন্দ্রকে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করা দরকার।

আমার কবিতার দিক পরিবর্তনের কারণ এই আন্তরিক জিজ্ঞাসা। কিন্তু এই জিজ্ঞাসার বাস্তব চেহারা শিল্পে এখনো পাইনি। বুঝতে পারছি, সেটা উপন্যাসের দ্বারা পাওয়া সম্ভব। তেমন কবিতা, তেমন জীবনের চিত্র—যথা, বৈজ্ঞানিক টাইপের উদ্ভাবন, উপন্যাসেই লভ্য। শুদ্ধ শব্দ—চিত্রময় কবিতা হতে পারে। পুরোনো ঐতিহ্যের ধারাবাহিক তাকে অস্বীকার করা যায় না, কেননা, ধারাবাহিকতা আমারই। তার বিস্তার একান্তভাবে কাম্য।

জীবনের এই বিকাশ-স্রোতকে দেখবার জন্য বিভিন্ন রূপে, এমন কি নাট্যতত্ত্বেও, কবিতার জায়গা হওয়া দরকার। আমি চাই, এদিকে আমার প্রয়োগ হোক।

নিজের পথ যাঁরা খুঁজছেন, আমার কবিতা তাঁদেরই মনের অস্থির অভিব্যক্তি। তাঁদের সত্য আর মূল্য এই জীবনের স্থিতিতে লুকিয়ে আছে।

মুক্তিবোধের কবিতা | *অনুবাদ ঃ জয়ন্তকুমার*

☐ *আমি তাদের হতুম*

যাদের থেকে রূপ আর ভাব পেয়েছি, আমি তাদেরই হতুম।
যারা মর্যাদা এনেছে, তারা আমারই হৃদয়ে বাঁধা।
শব্দ আমার, ভাব ওদের,
পা আমার পথ আমার,
অন্ত আমার আদি আমার,
এমনি তাদের ইচ্ছা।
তাদের নীচতা থেকে পড়ে পড়ে
আমি উঁচু হতে থাকি,
তাদের স্বতঃস্ফূর্ততায়
আমি আপনা-আপনি গভীর হতে থাকি।

☐ *দূরের তারা*

তীব্র গতি
অতি দূরের তারা,
সে আমার
শূন্যের বিস্তার, নীলিমায় হেঁটে যায়।

নিচের মানুষগুলি
তাকে দেখে, মাপে গতি, উদয়-অস্তের ইতিহাস।

দূরত্ব এমন দীর্ঘ,
শূন্য অর্থহীন, তবু তাই দিয়ে তৈরি হয় নীলের আকাশ।
উত্তর একটিই তার
দূরবীনের নিরন্তর আলোচনাগুলিকে
চোখের আবর্তে ঘেরা সীমা-নিদর্শনে, কিংবা তাকে দেখতে চেষ্টা করি।
যারা মাপবে, লিখুক সর্বদা তারা
উদয়-অস্তের গাথা, গ্রহণের বিবরণ।

তবু সে তো চলে যায়
আকাশ-পথিক,
বেশ তো দৃষ্টির বাইরে হোক তার বিপথে গমন।

জানি না কেন যে মনে হয়
একা নীল তারা,
তীব্র গতি,
যে শূন্যে নিঃসঙ্গ তার সুবিশাল পথে
লুকিয়ে রয়েছে যেন সবার হৃদয়ে
হৃদয়ের কলুষের' পর—
যেমন মেঘের পরেও থাকে শূন্য নীলাকাশ।
দৌড়চ্ছে একটি তারা
যা নিজেরই গতিপথে নিজের সহায়,
যা নিজেরই প্রতিকৃতি
ভয়হীন বিরাট পুরুষের।
সেজন্যে বিশ্বাস রাখি মনুর সন্তানে।

☐ *চোখ খোল*

প্রাণের জ্বালায় যে দেশে
একটি নতুন স্বপ্নের সঞ্চার হয়,
হৃদয় আমার, সেই যন্ত্রণার ভূমিতে বিছিয়ে দাও নিজেকে,
আর ব্যাকুল সেই বিচিত্র দেশে চোখ মেলে তাকাও।
দ্যাখো, জ্বলন্ত স্পন্দনে কত কি জড়িয়ে গেছে,
নতুন স্বপ্নের আলোয়
জন্ম নিচ্ছে
নতুন অগ্নিশিখা।
সরলতম, তীব্র কোমল দেশের
সেই অগ্নিশিখায়
ফুটে উঠছে রক্তিম স্বপ্ন—
তাকে তুমি প্রাণভরে দেখে নাও,
আর পান কর সেই অসীমের ব্যাকুলতা।
সেই ভীষণ ব্যাকুল অনাবৃত জ্ঞান-লিপ্সা
অনাবৃত এক স্বপ্নকে রেখে দেয় নিজের মধ্যে—

সহস্রের সেই নীল আকাশ আনত হয়ে আছে
প্রাণ-পৃথিবীর ওপর।
সেই ভীষণ ব্যাকুল জ্ঞান-লিপ্সার অনাবৃত প্রান্তরে
রচিত হয় যে স্বপ্ন,
শ্রাবন-সন্ধ্যার বিলিয়ে-দেওয়া ঐশ্বর্যে
লাল, নীল, বাদামী, অতি লাল সুন্দর দিনে
রশ্মিপাতের, সূর্যাস্তের চুম্বনের মত
অদ্বিতীয়,
মধুরতম,
আশ্চর্যময়।
সেই জ্ঞান-লিপ্সাজাত স্বপ্ন
তোমার মধ্যে ভরে দেবে অনেক অনেক স্বপ্ন।
আর বহু সন্তোর শিশু
দ্রুত চলে আসবে
নতুন হৃদয়ের গর্ভে।
হৃদয় আমার, সেই যন্ত্রণার ভূমিতে বিছিয়ে দাও নিজেকে।
দ্যাখো, কত কি জড়িয়ে গেছে জ্বলন্ত স্পন্দনে।

কবিতাবলী | *রজত মিত্র*

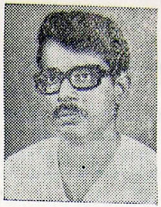

☐ *পুনরুত্থান*

ভালোবাসা ভুলে গেছি বলে আমাকে দুদন্ড পাপ দাও
একবার নষ্ট হয়ে যাই যেন পাপে
একবার ব্যবধান কেড়ে যেন পৌঁছে যাই
তোমার ঘৃণার কাছে।

অন্তত একবার যেন বেঁচে উঠি॥

☐ *প্রতিদিন সংসারে*

প্রতিদিন সংসারে কে কাকে বঞ্চনা করে কেউ জানে না
প্রতিদিন সংসারে সবাই সবাইকে ঈর্ষা করে কেউ জানে না
প্রতিদিন সংসারে সবাই নিহত কী ঘাতক জানে অজানে।

প্রতিদিন সংসারে তবু কেউ কেউ
সামান্য শব্দে আনে কবিতার দ্যুতি
বাড়ির উঠোনে চন্দ্রাতপ
কী আশ্চর্য টানে
মানুষের মুখে তোলে ঈশ্বরের ডৌল॥

☐ বন্ধুজন ফিরে গ্যাছে

বন্ধুজন ফিরে গ্যাছে বিশ্বাসী ঈশ্বরে।

ঘনিষ্ঠ বেদনা ছুঁয়ে বিষণ্ণ কৈশোর চলে গেলে
অহেতুক এ যৌবনও যায়
সময়ের বলিরেখা ধরে
আমি যেন হেঁটে যাই প্রাক্ত বিস্মরণে।

ঈশ্বর দেখিনি আমি, ঈশ্বরের উদ্ভাসিত মুখ
তবু মাঝে মাঝে
পাখি ডাকে, ফুলে ফোটে স্নেহ
হাদিত শিশুর কণ্ঠ শৈশবের খেলাঘরে ডাকে
সায়াহ্নের অন্ধকারে নক্ষত্রেরা দোলে অপার্থিব
প্রার্থনার ধ্বনি ওঠে গানে
মায়ের শরীর থেকে আলো-ভালোবাসা
প্রণত ধূপের মতো জ্বলে॥

☐ আসে না কেন যে / জয়ন্তকুমার

দিন চলে গেলে আসে সমারোহে
গোধূলির পরে রাত।
রাত চলে গেলে আসে না কেন যে
সমারোহে সুপ্রভাত ?

☐ উন্নিদ্র / বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আগে তো বুঝিনি তাই দিয়েছি হে টানা ঘুম,
হঠাৎ সে ঘুম ভাঙে কী অবাক্ কাণ্ডে।
গুরুতর তছরুপী জীবনের ফাণ্ডে
মেটা তোফা এতদিন ছিলো ঢাকা বেমালুম।

মারী কীট লেগে গেছে ব্রহ্মার অণ্ডে,
পচিয়ে তুলছে মাতে কাল-কুমাণ্ডে !
সময়ের ভাঁড়ে ধরা পড়ে শত ছিদ্র—
কে ধরেছে টুঁটি, উঠে দেখি উন্নিদ্র।

কে অজানা জল্লাদ ?···কেঁপে ওঠে মনটা।
বোঝা-পড়া চলে বধকর্তা ও বধ্যে—
কখন্ যে গেছে বেজে অন্তিম ঘন্টা,
বেঁচে আছি ধার-করা সময়ের মধ্যে।

☐ ঈশ্বর মিলায় ঈশ্বরে / সরোজ মহাপাত্র

কখনো মনে হয়েছে ঈশ্বর
নশ্বর
অথবা···

কেবল একটি সময় ছাড়া

যখন আমার সৃষ্টি
আমাকে পিতা সম্বোধন করে
আচমন করে ঈশ্বর গরিমায়।

উৎপল কুমার গুপ্তের কবিতা

☐ ফিরে যাই আবার

কবিতার মত এক একটা মুহূর্ত কখনো ছুটে আসে—চোখ মেলে
আকাশে আলোয় ;
চিরস্থায়ী বিষণ্ণতা দেখে, কেমন করে ছড়িয়ে পড়ছে
মুহূর্ত, উড়ে যাচ্ছে আলো
আকাশে আকাশ
অথবা কী স্বর্গীয় অতীত হাসি মুখ তার আবছায়া, অম্লান
আমি দেখি। আমি দেখি, এই সব খরশান সময়
যখন কেড়ে নিচ্ছে মানুষের সুষমা,
ভেঙে ফেলছে হাল
গভীর অন্ধকার বুকে নিয়ে ক্রমশঃ সে নেমে যাচ্ছে গহ্বরে
তখন একমাত্র স্বপ্ন তার
যার নাম বেঁচে-থাকা
এই সব সময় ডানায় রঙের মতো মেখে নিয়ে আসে।
আমি বেঁচে উঠি, ফিরে আসি আবার, একমাত্র ঠিকানার
ধ্রুব অবয়বে।

কবিতার মতো এক একটা মুহূর্ত কখনো ছুটে আসে—চোখ মেলে
আকাশে আলোয়
যার নাম বেঁচে-থাকা···।

☐ স্বপ্ন : ১৯৭৫

স্বপ্নের মধ্য থেকে এক নীল জানুয়ার দুরন্ত লাফ মারে
আমি সন্তস্ত
দ্রুতবেগে ছুটে যাই আকাশে
তারাদের বেল ফুল সরিয়ে ডুঁড়ি মারি
চুপি চুপি দেখি
কখন সে গ্রহ হয়ে
আমার কাছেই
খোলাটে চোখ নিয়ে তাকিয়ে

অথচ পৃথিবীতে লুকোনোর জায়গা নেই
সেখানে রক্তচক্ষু সূর্য
সারি সারি মুখোশ
আর কঠিন নিয়তি

অথচ ততক্ষণে জাগ্রত, আমি সচকিত ভীষণ
শুধু টের পাই
আমার পা বসে যাচ্ছে মাটিতে
আমি ক্রমশঃ
ছোট হয়ে যাচ্ছি
আমার স্বপ্ন আর জাগরণ
একটা প্রকাণ্ড হাঁ-মুখের সামনে দাঁড়িয়ে

☐ তুমি যোগ্য হলে না

জেনো, তোমার জন্য তুমি ছাড়া আর কেউ নেই
তোমাকেই আনতে হবে জল
ছ'মাইল পাহাড় ভেঙে—
নীচে ঝর্না
তুমি দেখবে তোমার মুখ সেই ভাঙা জলে
টুক্‌রো টুক্‌রো
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
শীতের হাওয়ায় উড়ে যাবে, এমন পাতার মতো কাঁপছে
কেবলই কাঁপছে

তুমি ফিরে আসবে আবার
সেই পথ ভেঙে—
যাদের জন্য তোমার এই আসা যাওয়া, অপ্রতিরোধ্য নিয়তি
তোমার জন্য কখনও রাখে না যে এক টুক্‌রো আকাশ
যেখানে তুমি তাকাতে পারো
দেখে নিতে পারো প্রকৃত বর্ণ
কি ভাবে বিকশিত বহুমানতা—
যার ফলে ফুটে ওঠে ফুল
কাঁটায়—
ভেঙ্গে যায় প্রেম, চরম সার্থকতায়
এই জীবনেই—
তুমি তার আলো পেলে না···

অথচ পাশ ঘুরলেই দেখা যেত মুখ
এমন কৌশল
তুমি তার যোগ্য হলে না।

☐ *এমনই প্রতিদিন / বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়*

এমনই প্রতিদিন অথবা প্রতিদিনই এইদিন
বুকের মধ্যে নিরন্তর নীরব অশ্রুপাত
এখন চরাচরই বিষণ্ণ অথবা বিষণ্ণতাই চরাচর
বুকের মধ্যে শীতল যন্ত্রণার অনুভূতিতে জেগে থাকে

এখন বুকের মধ্যে এলোমেলো ঘুনি
ঘুঘুর ডাক অথবা চিলের কান্না
কিংবা বাউলের বিষণ্ণ গান
এ-সবই এখন এক দীর্ঘ গভীর বিষণ্ণতায় মিশে যায়
এমনই প্রতিদিন অথবা প্রতিদিনই এইদিন
আমার বুকের মধ্যে বিষণ্ণতার দুপুর ঘনায়

এমনই প্রতিদিন অথবা প্রতিদিনই এইদিন
বুকের মধ্যে শব্দহীন কান্না নিরন্তর মাথা কোটে
বুকের মধ্যে যন্ত্রণার শরীর দুমড়ে মুচড়ে ওঠে।

কবিরুল ইসলামের কবিতা

☐ *জলে পাপ ধুয়ে দাও*

জলে পাপ ধুয়ে দাও। জলের মহিমা
সবিশেষ অবগত আছি ঃ
জলে অনশ্বর বিত্ত, ঈশ্বরের সুখ
জলে।
জলে পাপ ধুয়ে দাও
অলৌকিক জলে ॥

☐ *মুখোশ*

আর কেন মিথ্যা প্রভু? মিথ্যার মিছিলে
লাঠি চার্জ টিয়ার গ্যাসে ছিন্নভিন্ন করো।
আর কেন মুখোশ প্রভু? মুখের অমিলে
করে ছিন্নভিন্ন।
ধুয়ে দাও তীর্থ সলিলে ॥

☐ *শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়*

বয়স বিচ্ছিন্ন করে যদিও ভিতরে
থাকে টান যে রকম নদী
অন্তঃ শীলা—
যে রকম দিনেও নক্ষত্রলীলা
সংলগ্ন আড়ালে।

এসব উপমা টেনে আনে
স্বতন্ত্র সংরাগ
বেড়ে যায় জীবনের মানে
টীকা ও টিপ্পনী
ভাষ্যের আড়ালে ॥

□ *উদ্‌গত মৌসুমী / গগনচন্দ্র মিশ্র*

আকাশের আয়নাকে আমি ভেঙেছি।
তুমি এমন মাংসল চোখে দেখছ যে?
আমি!
আমি তো আমার নই
আকাশের,
তাই আমি তার ঘন নীল
নিশ্বাসকে কেটে
তার আয়নাকে ভেঙেছি,
যা'তে
তার অন্ধকারে আমার প্রতিবিম্ব
আর দেখা যাবে না!

রাতের শীতল সংজ্ঞা নিবে গেলে
নেমে আসে
অতন্দ্র আলোকের সিৎকার।
তেমনি···
আকাশ নিবে গেলে
আমি জন্ম নেবো, আমার নিজস্ব রঙে
তাই···
আমি আকাশকে হত্যা করেছি,
আর, তার আয়নাকে সময় থেকে টেনে এনে
খণ্ড বিখণ্ড করে চূর্ণ করেছি।

[মূল ওড়িআ থেকে অনবাদ ঃ
সুজাতা প্রিয়ংবদা]

বই, কবিতার বই

কবিতায় নিজস্বতা | *কৃষ্ণ ধর*

জয়ন্তকুমারের কথা প্রথম শুনি কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিকের মুখে। কবিতা-পাগল এক যুবক, কলকাতার ; বাংলা ভাষায় আসক্ত, কিন্তু মায়ের মুখ থেকে শেখা নয়। পরে দেখলুম তিনি বাংলা ভাষায় কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করছেন যার নাম অনুভব। মনে মনে বললুম সাবাস্। হিন্দী চাইনে চাইনে বলে বাঙালীরা যখন রব তুলছে তখন হিন্দীভাষী জয়ন্তকুমার বাংলার ঋণ শোধ করছেন বাংলা কবিতার কাগজ বার করেই শুধু নয় নিজে বাংলা ভাষায় খুব স্মার্ট কবিতা রচনা করে। তাজ্জব ব্যাপার। সাধারণ পদ্য নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার চালচলন সবই তিনি রপ্ত করেছেন। বলতে পারেন জয়ন্তকুমার তো কলকাতারই ছেলে বাংলায় লিখবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। না, আশ্চর্য হবার কথাই। বহু অবাঙালী কলকাত্তা মে আছেন, বহু বঙ্গভাষী আছেন বেহারে, উত্তরপ্রদেশ কয়েক পুরুষ ধরে। কে তার অপরের ভাষায় পদ্য রচনা করেন।

জয়ন্তকুমারের 'এই তো এখানে' রীতিমত ভাল বই, ভদ্রজনের পাতে দেবার সমস্ত উপকরণ তাতে আছে। গদ্যছন্দে, ছড়ার ছন্দে, লিপিকার মতো গদ্যে, মাত্রাবৃত্তে যখন যেমন মেজাজ ঠিক তেমনি ভাবে জয়ন্তকুমার অনায়াসে এবং অবিরল ভাবে বাংলা ভাষার মোচড়গুলো ব্যবহার করতে পেরেছেন দেখে আমি অভিভূত এবং বিস্মিত। আমার পক্ষে হিন্দী শিখে কোনোদিন হিন্দী জবানে এমন কবিতাকর্ম সম্পাদন সম্ভব হত না। বলতে পারি জয়ন্তকুমার বাংলা কবিতারই লেখক হিসেবে গন্য হবেন নিঃসন্দেহে।

আমি অবশ্য আশা করেছিলুম পশ্চিম ভারতের একটু হাওয়া, একটু গন্ধ থাকবে তাঁর কবিতায়। নিরাশ হতে হল। তিনি পুরোপুরি বাংলার—

তেঁতুলতলা পেরুলেই ঘন আঁশ স্যাওড়ার জঙ্গল।
তারপর কামরাঙা গাছের সারি

এমন কি নামের ব্যবহারেও—

আমার পেছনে অজিত, অজিতের পেছনে অরুণ
অরুণের পেছনে অলক, অলকের পেছনে
সব চেনা মুখ।

হিন্দী ভাষারও তিনি লব্ধখ্যাতি কবি। এখন বাংলা ভাষায় তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে পেরে আমি খুশি। এই সময়ের জটিলতা তিনি বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়।

তুমি কি আমায় দেখতে পাও?
মাত্র দুই হাতের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছি আমি
মাঝখানে মৃত প্রজাপতিটা
তৈরী করছে যোজন যোজন দূর।

এই চালের কবিতা তাঁর অনেকগুলো। কিছুটা অস্হিরতা দেখা যায় তাঁর, কখনো বা তীব্র ব্যঙ্গে তিনি উপচে পড়েন ঃ

হায় মানুষ, মনুষত্ব শব্দের অর্থ তৈরি করেছো তোমরা
ভেজাল অনুষঙ্গে,
ভালোবাসার নামে রেখেছো পোষা কুকুর।

এই হচ্ছে জয়ন্তকুমার। বেশ দর্শনীয় তাঁর এই বই—অ্যালবাম সাইজে ছাপা, সঙ্গে তরুণ শিল্পী দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের ছবি। ছবিগুলোর স্বাদ কবিতার মতোই, তীব্র, গভীর এবং প্রবল ব্যঞ্জনায় অনুরনিত। জয়ন্তকুমারের কবিতায় যে প্রেম ও বিষাদের আলোছায়া, এই ছবিগুলোতে তার দেখা মেলে প্রবল টানে, প্রতীকী রেখায় ও বিমূর্ততায়। মনে হয় যেন অন্য এক জগতের কিনারা ঘেঁষে তাঁরা বসে আছে কবিতার কাছে হাত পেতে।

এই তো এখানে ঃ জয়ন্তকুমার। উলূথা প্রকাশন। দশ টাকা।

□ *গন্ধ এখন অনেক বাকী | সৈকত রক্ষিত*

একটু আধটু সময় করে আমায় দিও শুঁকতে
সতেজ বেবাক ধুত্রা পাতা ভেতর ঘরে ঢুকতে
লজ্জা কিসের ?
অন্ধকারে সব চেনা যায়-কাঠ কয়লা, কুকুর শোঁকা ?
ঢাকাও তুমি সর্বস্ব খানিক আদুল রাখি
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নির্ব্বিকারে সেটাই আমি চাখি

চাখতে যখন সবাই ভালো তোমার হাতে বিষের
গন্ধ এখন অনেক বাকী সকল লেঠা চুকতে।

বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতার দুটি সংকলন ব্যতীত নির্ভরযোগ্য তৃতীয় কোনো সংকলন নেই। জয়ন্তকুমার সম্পাদিত এই সংকলনটি দ্বিভাষিক। মূল বাংলার পাশাপাশি হিন্দী হরফে হিন্দী অনুবাদও স্থান পেয়েছে। এর আগে এমন সংকলন আর বেরোয়নি।

আধুনিক বাংলা কবিতা

জয়ন্তকুমার অনূদিত ও সম্পাদিত

ম্যাপলিথো কাগজে, মনো-টাইপে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ বহু রঙের। চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই বিপুলায়তন গ্রন্থের দাম মাত্র ত্রিশ টাকা

আমাদের প্রকাশিত আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ
অশুভ সঙ্গীত ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক ॥ চার টাকা
নদীর সময় ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক ॥ তিন টাকা
ঘুমন্ত দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ॥ শলভ শ্রীরাম সিং
অনুবাদ জয়ন্তকুমার ॥ তিন টাকা ॥
এই তো এখানে ॥ জয়ন্তকুমার ॥ দশ টাকা

□

কৃষ্ণ ধরের কাব্য-নাটক
পদধ্বনি পলাতক ॥ চার টাকা

উল্থা প্রকাশন ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, আণ্ডারগ্রাউণ্ড ২
কলকাতা ১২

EDITOR : JAYANTKUMAR
Published by Sri Virendra Nath Mishra from 33, Chittaranjan Avenu (Underground No. 2) Caicutta-12 Printed by A.K. Dey Hazra from Chandimata Printers & Stationers, Haripur Road, Cuttack-1.
Cover : DILIP MUKHOPADHYAY